তারিখ 25 JUN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

সংবাদ

গভীর সংকটে নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ট্রাস্ট বোর্ড ও ফাউন্ডেশন পুনর্গঠন

● ভিসি প্রো-ভিসি ও ট্রেজারারের বৈধতা দেবে না সরকার

রাকিব উদ্দিন

কয়েকজন ট্রাস্টি সদস্যের চরম স্বেচ্ছাচারিতায় গভীর সংকটে পড়তে যাচ্ছে দেশের শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (এনএসইউ)। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা এবং অধিকাংশ ট্রাস্টি সদস্যের মতামতকে আমলে না নিয়েই গত ২১ জুন ট্রাস্টি বোর্ড ও এনএসইউ ফাউন্ডেশন পুনর্গঠন করেছে ট্রাস্টি বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান ও ৫/৬ জন ট্রাস্টি সদস্য। এতে বিক্ষুব্ধ হয়েছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। অবৈধ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে ছাত্রছাত্রীরা। তারা দুর্নীতিবাজদের শাস্তিও দাবি করেছে। সরকারও বলছে এনএসইউ'র ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারের বৈধতা দেয়া হবে না।

পুনর্গঠিত এনএসইউ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে এমএ কাসেমকে। তিনি গতকাল সংবাদ'কে বলেছেন, দু'একজন দুষ্টু ট্রাস্টি সদস্য আমাদের কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের জন্য সবাই শাস্তি পেতে পারে না। ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে আইন অনুযায়ীই। নিয়মের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

সরকার সহযোগিতা না করলে এই বোর্ড ও ফাউন্ডেশন কাজে আসবে কী না সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকার প্রতিষ্ঠা করেনি। বেসরকারি উদ্যোক্তারা এটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এর পরিচালনার দায়িত্বও আমাদের কাছেই থাকবে। কাজেই আমাদের কার্যক্রমে সরকারের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশিত নয়।

ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলেছেন, সরকারের নির্দেশনা ও নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে সেগুলোর কোন ভিত্তি নেই। যারা নিজেদের ট্রাস্টি বোর্ড ও ফাউন্ডেশনের

নিষেধাজ্ঞা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

নিষেধাজ্ঞা : উপেক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চেয়ারম্যান ও ট্রেজারার ঘোষণা করেছেন তাদের কোন বৈধতা দেবে না সরকার। মূলত জমি কেনার নামে প্রতিষ্ঠানের তহবিল তছরুপ এবং লুটপাটের' রাজত্ব কায়েম করতেই স্বঘোষিত বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. একে আজাদ চৌধুরী সংবাদ'কে বলেন, 'এনএসইউ'র ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের একটি প্রস্তাব ইতোমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এটি এখন রাষ্ট্রপতির (চ্যান্সেলর) অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরই এই ট্রাস্টি এনএসইউ পরিচালনার দায়িত্ব নেবে।

২১ জুন পুনর্গঠন করা ট্রাস্টি বোর্ডের বিষয়ে তিনি বলেন, 'রুটিন ওয়ার্কের বাইরে মেজর কোন ডিসিশন না নিতে এনএসইউ কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার নিষেধ করা হয়েছিল। কিন্তু তারা সরকারের সিদ্ধান্তকে আমলেই নেয়নি। কাজেই তারা যা করেছে তার কোন বৈধতা ও ভিত্তি নেই। সরকার এসবকে আমলেই নিচ্ছে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তা গতকাল সংবাদ'কে বলেন, 'এনএসইউ'তে শীঘ্রই সরকার গঠিত ট্রাস্টি বোর্ড বসছে। তবে কেউ সরকার গঠিত প্রশাসককে দায়িত্ব পালনে বাধা দিলে তারা ইউজিসি'তে বসেই দায়িত্ব পালন করবে। এর পরও যদি সরকারের নির্দেশনা অনুসরণ করা না হয় তাহলে এনএসইউ'র ভিসি, প্রো-ভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগসহ কোন কিছুরই অনুমোদন দেবে না সরকার।

জানা যায়, ইউজিসি তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গত ২০ জুন ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময়কার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক এআর খানকে এনএসইউ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান করে ৫ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে রাষ্ট্রপতির কাছে। ২১ জুন এনএসইউ ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহানের কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু ওইদিনই তিনি ৫/৬ জন ট্রাস্টি সদস্যকে নিয়ে অবৈধভাবে বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেন ট্রাস্টি সদস্য ও বিএনপি নেতা এমএ হাসেমকে। আর এনএসইউ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান করা হয়েছে আরেক বিএনপিপন্থি সদস্য এমএ কাসেমকে।

মো. শাহজাহানের ঘোষিত ট্রাস্টি বোর্ড সম্পর্কে জানতে চাইলে এনএসইউ ফাউন্ডেশনের আজীবন সদস্য ইফতেখারুল আলম সংবাদ'কে বলেছেন, 'ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হলেন ১৯ জন। এর অধিকাংশ সদস্যকে বাদ দিয়ে ৫/৬ জন বোর্ড পুনর্গঠন করতে পারেন না। এই বোর্ড পুরোপুরিই অবৈধ। মূলত এনএসইউ ফান্ডের তহবিল তছরুপের জন্যই অবৈধ বোর্ড গঠন করা হয়েছে'।

জানা গেছে, ২১ জুন অনুষ্ঠিত অবৈধ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থিত ছিলেন না ট্রাস্টি সদস্য ইফতেখারুল আলম, ডা. রওশন আলম, এমএ আউয়াল, এমএ কালাম, এসএম কামালউদ্দিন, ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, আবুল কাসেম, এএসএফ রহমান, ডা. জুনায়েদ কামাল আহমেদ, মুসলেউদ্দিন আহমেদসহ অনেকেই।

প্রসঙ্গত, এনএসইউ'র নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা তদন্তে গত ২৭ জানুয়ারি ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে ইউজিসি। কমিটির প্রণীত ২৭১ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা হয়। এতে ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান ও চারজন ট্রাস্টি সদস্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে।